পুকা ঘোষ ও দিলীপ মুখার্জী প্রযোজিত
আকাশ ছোঁয়া
চিত্রনাট্য·পরিচালনা· রাজেন তরফদার

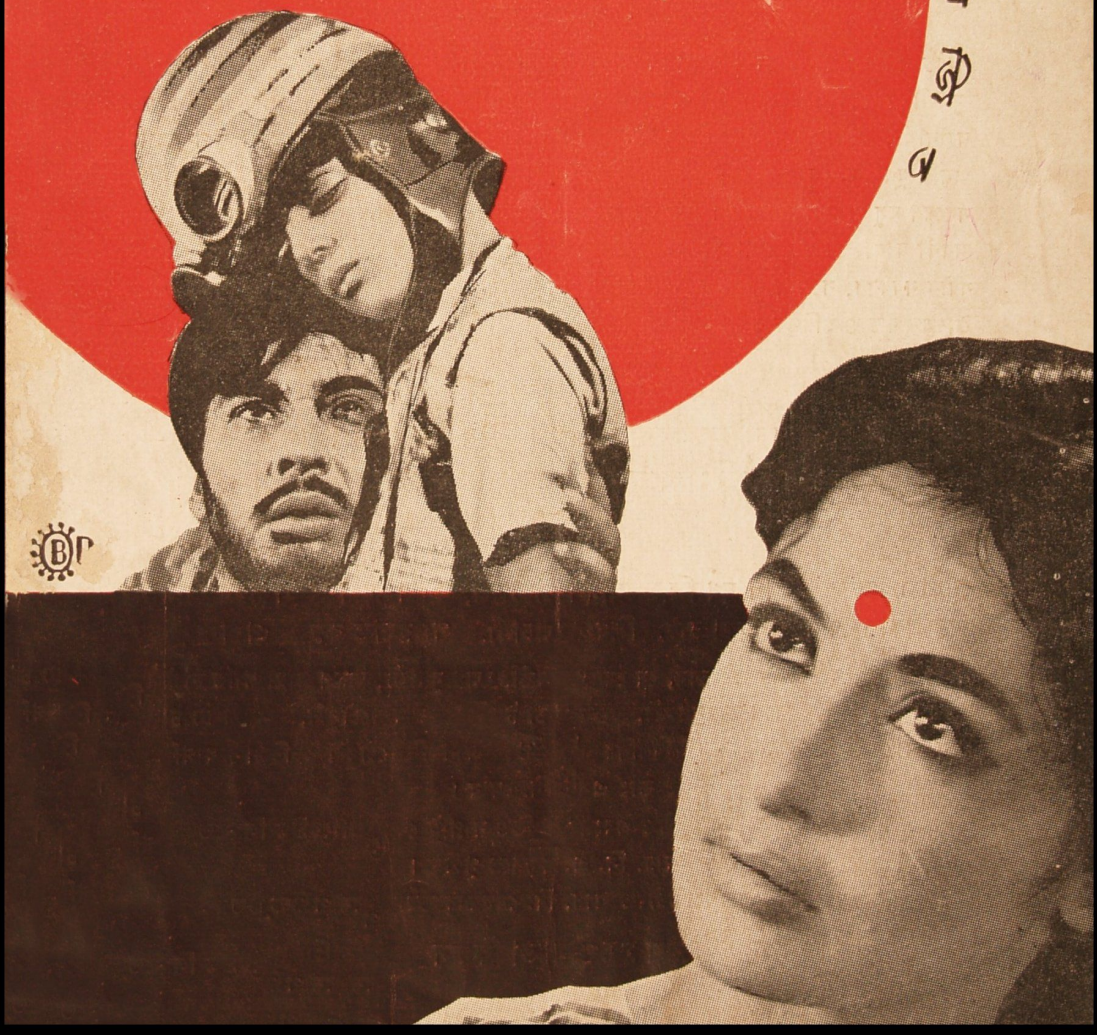

শ্রীমতী রেনুকা ঘোষ ও দিলীপ মুখার্জি প্রযোজিত

চলচ্চিত্রায়নের প্রথম নিবেদন

আকাশ ছোঁয়া

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রাজেন তরফদার

সঙ্গীত : সুধীন দাশগুপ্ত

কাহিনী : মহাশ্বেতা দেবী ।। আলোক চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত ।। শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, অতুল চ্যাটার্জি, ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্যে) ।। প্রধান সম্পাদক : দুলাল দত্ত ।। সম্পাদক : অরবিন্দ ভট্টাচার্য ।। পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত ।। আবহসঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ শিল্পনির্দেশক : রবি চ্যাটার্জি ।। রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী ।। কর্ম সচিব : মহাদেব সেন ব্যবস্থাপনা : শৈলেন দাস ।। আলোকসজ্জা : মিলি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস ।। দৃশ্যসজ্জা : ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটার্স ।। সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ।। পরিচয় লিখন : দীগেন ষ্টুডিও স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ।। প্রচার লিখন : সত্য চক্রবর্ত্তী ।

প্রধান প্রচার অঙ্কন শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য ।।

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

• সহকারিবৃন্দ •

পরিচালনায় : শশাঙ্ক সোম ও তাপস ব্যানার্জি ।। সঙ্গীতে : পরিমল দাশগুপ্ত, ওয়াই, এস্‌ মুলকী ও অশোক রায় ।। চিত্রগ্রহণে : সুনীল চক্রবর্ত্তী ও বেণু সেন ।। শব্দগ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জী, রথীশ ঘোষ, জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, এডেল মুলার ।। রূপসজ্জায় : অনাথ মুখার্জি, নৃপেন চ্যাটার্জী ।। শিল্পনির্দেশনায় : সোমনাথ চক্রবর্ত্তী ।। সম্পাদনায় : সমরেশ বসু ও রথীন সাহা ।। ব্যবস্থাপনায় : অতুল দে ও গোপাল দাশ ।। রসায়নাগারে : অবনী রায়, মোহন চ্যাটার্জী ও তারাপদ চৌধুরী ।। আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, সন্তোষ সরকার, অভিমন্যু দাস, অবনী নস্কর, শম্ভু ব্যানার্জি, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত ও হরিপদ ছই।

●

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান :

'এবার নীরব করে দাও হে' ও 'পথের শেষ কোথায়'

কণ্ঠ সঙ্গীতে : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল চক্রবর্ত্তী

●

রূপায়ণে :

সুপ্রিয়া দেবী, দিলীপ মুখার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, ছায়া দেবী, হারাধন ব্যানার্জি চারুপ্রকাশ ঘোষ, বিনতা রায়, শিখা ভট্টাচার্য্য, পারিজাত বসু, প্রশান্ত কুমার, সীতা মুখার্জী, মাঃ স্বপন ভট্টাচার্য, সোমেন চক্রবর্ত্তী, মন্মথ মুখার্জী, অরুণ রায়, শান্তি চ্যাটার্জী, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, অশোক মুখার্জী, ভানু চ্যাটার্জী, রাম চৌধুরী, অবনী চ্যাটার্জী, ঋষি ব্যানার্জি, বেবী মিলি, শিশির দাশগুপ্ত, দাশরথি চৌধুরী, চিত্রা বাগচি ও ডাঃ এস্‌. পি. ঘোষ।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও এবং দি ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ লিঃ-তে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড

ধনী-দুহিতা মিনতির পিতা-মাতার অমতে তাকে বিয়ে করে যেদিন তার হাত ধরে পথে নামল অজিত বসু, সেদিন তার সামনে ছিল বিরাট ভবিষ্যতের আশা।

অলরাউণ্ডার স্পোর্টস্‌ম্যান হিসাবে অজিতের নাম তখন ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। সেই নাম ও কর্মদক্ষতায় সে পেয়েছিল পার্ক অটোমোবাইলস কোম্পানীতে সেল্‌সম্যানের চাকুরি।

ক'টা বছর মাত্র।

তার পরই কোম্পানির মালিক বদল হতেই অজিতের চাকরি গেল।

শুরু হল জীবন-যুদ্ধের আলো-ছায়ার খেলা!

সংসারে দেখা দিল দারিদ্র্যের ছায়া!

নিরুপায় অজিত যখন আশার আলো ভুলতে বসেছে—তখনই একদিন তার বাড়িতে উদয় হল বনবিহারী সিং। এককালে, অজিতের মোটর সাইকেল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর থেকে, সে হয়েছিল তার বিরাট ভক্ত। সেদিনের বনবিহারী সিং আজ পানামা সার্কাসের মালিক। তার সার্কসের 'ডেথ্‌ জাম্প' দেখানোর খেলোয়াড় রাম বাহাদুরের নানান বায়নাক্কাতে সে আজ অতিষ্ঠ। তাকে বদল করে অজিতকে সে নিতে চায় সার্কাসে।

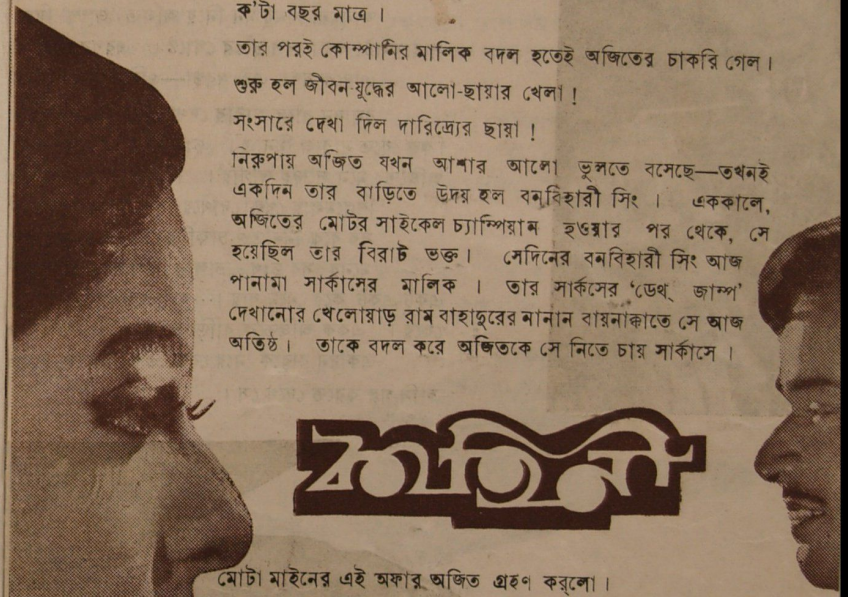

মোটা মাইনের এই অফার অজিত গ্রহণ করলো।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা গেল অজিতের নামে।

কাগজ হাতে নিয়ে মিনতির বাবা অবনী রায় এলেন অজিতের কাছে। সঙ্গে রয়েছেন তার স্ত্রী। দুজনে মিলে অজিতকে বোঝান—এ কাজ ছেড়ে দেবার জন্য। এর পরিবর্তে অনেক ভাল কাজ তাঁরা করে দেবেন।

বাধা দেয় মিনতি।

কথার মারপ্যাঁচে হেরে গিয়ে তাঁরা চলে গেলেন বিমর্ষ হয়ে।

সার্কাস-জীবন অজিতের কাছে নতুন লাগে। আর এই নতুন জগতের মানুষ 'কমিক জাগলার' শিশির দাস কয়েক দিনের মধ্যেই বহু পুরনো বন্ধু হয়ে যায় তার।

মিনতি মা হতে চলেছে—অজিত কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ে! শিশিরকে অনুরোধ করে সার্কাস টেন্ট ছেড়ে তাদের বাড়িতে চলে আসার জন্য। বিনা দ্বিধায় শিশির চলে আসে। তার জীবন-অবিধানে 'না' বলে কোন কথা নেই।

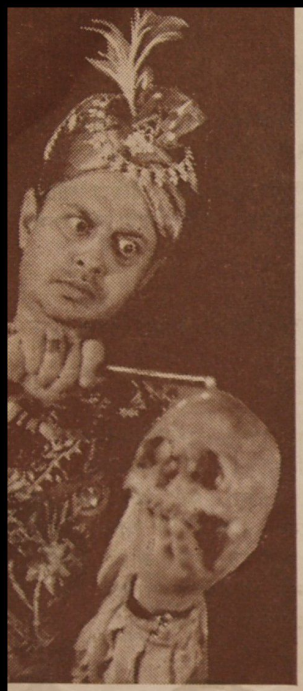

সার্কাসে সেদিন প্রচণ্ড গণ্ডগোল ! ট্রাপি[illegible]র' রঙ্গনাথন অন্য এক সার্কাসে ভাল অফার পেয়ে যেতে পারছে না ট্রাপিজ-কুইন সিনথিয়ার জন্য। এই সার্কাস ছেড়ে সিনথিয়া যেতে নারাজ। অথচ জুটি ছাড়া যাওয়া চলবে না ! অনেক কথা-কাটাকাটি, শেষে দুজনে দুজনকে করে চরম অপমান। আর এই অপমানের এক তরফা শোধ নে[য়] রঙ্গনাথন। ইচ্ছে করে ট্রাপিজ থেকে সিনথিয়াকে ফেলে দেয় রঙ্গনাথন।

নিজের খেলা দেখানোর জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে অজিত। সেই মুহূর্তে খবর এল মিনতিকে নার্সিং-হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খেলা না-দেখিয়েই চলে আসতে চায় অজিত !

বাধা দেয় সার্কাস-ম্যানেজার দাশরথী। সিনথিয়ার অভাবে ট্রাপিজের খেলা বন্ধ। লোকেরা গণ্ডগোল শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। চেয়ার ভাঙা, ইট-পাটকেল পড়া শুরু হয়েছে, আর ঐ পরিবেশের মধ্যে অজিতের মোটর সাইকেল এগিয়ে এল, সার্কাস এরিনাতে ঢুকতেই গায়ে পড়লো জুতো, শুরু হল টিটকারী।...

আনমনা বিমর্ষ মন নিয়ে অজিত 'জাম্প' দিল শুধু হ্যাণ্ডেলটা একটু বাঁকলো—সামনের ব্যাঙ-বক্সটা দুলে উঠলো। ছিটকে গিয়ে মোটর সাইকেলটা ধাক্কা খেল দূরের পোষ্টে। এরপর আর অজিতের কিছু মনে নেই। মনে থাকার মত অবস্থাও ছিল না তখন তার !

এদিকে যখন এই অবস্থা—ওদিকে তখন নার্সিং-হোমে কেঁদে উঠল মিনতির সদ্যোজাত শিশু-পুত্র।

বহুদিন বাদে আবার দেখা গেল মিনতির বাবা-মা'কে। এবার তারা অনেক সহজ মন নিয়ে এসেছেন। অজিতদের ওঁরা নিয়ে যেতে চান। কিন্তু যেতে নারাজ মিনতি। দুঃসময়ের একান্ত বন্ধু শিশিরকে ছেড়ে যেতে চায় না মিনতি। নিরুপায় হয়ে ওঁরা চলে যান। আর এই ঘটনা অজিতের মনে সন্দেহ জাগায়। মিনতি-শিশিরকে ঘিরে এক নোংরা সন্দেহ ! যে সন্দেহ কুরে কুরে খেতে থাকে অকর্ম্মণ্য, পঙ্গু অজিতের বিষাক্ত মনকে।

শিল্পমেলায় খেলা দেখিয়েও শিশির সংসার চালিয়ে উঠতে পারে না।

সব বুঝে মিনতিও চাকরির চেষ্টা শুরু করে, পেয়েও যায় একটা চাকরী।

মনের সব দুঃখ ভোলার আশায় মাতাল-বন্ধু ত্রিদিবের প্ররোচনায় মদ খাওয়া ধরে অজিত। মনের দিক দিয়ে সে একটু-একটু করে নেমে যায়।...অজিতকে বাড়িতে বন্দী করে রাখার জন্যই মিনতি ও শিশির যুক্তি করে রাত করে বাড়ী ফেরে। একক অজিতকে বাড়িতে থেকে, রাখতে হয় শিশুপুত্র বাবুকে।

একদিন বাবুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে অজিত। মিনতি ও শিশিরকে পার্কে বসে ঘনিষ্ঠভাবে হাসি-গল্প করতে দেখে সে।

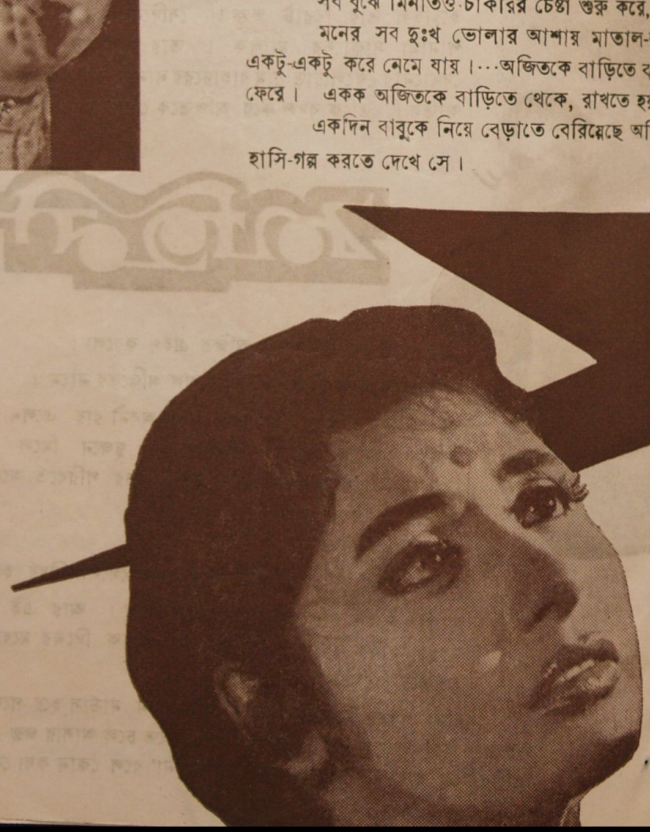

রাত্রিতে মিনতি বাড়ি ফিরতেই শুরু হয় প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা। গায়ে হাত তুলে অজিত চরম ভাবে অপমান করে মিনতিকে।

সমস্ত ব্যাপারটা দেখে-বুঝে শিশির চলে যায় অজিতের বাড়ী ছেড়ে।

ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরই বাড়িওলা-গিন্নী সমস্ত বিষয় তুলে ধরে অজিতের কাছে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। অজিত ছুটে যায় শিশিরের খোঁজে —কিন্তু তাকে আর খুঁজে পায় না।

এর পর চারটে বছর কেটে গেছে।

পুরনো বাড়ি ছেড়ে কম ভাড়ার বাড়িতে উঠে এসেছে অজিতরা। এখন তো আর শিশির নেই, শুধু মাত্র মিনতির রোজগারে সব হয়। সংসার চলে না, বাবুর স্কুলের মাইনে, অজিতের চিকিৎসা ও তার ওপরে অজিতের মদ খাওয়ার খরচা যোগাতে মিনতি ভেঙে পড়ে, হয়ে ওঠে খিটখিটে। একটুতেই সে ফেটে পড়ে—অপমানে জর্জরিত করে তোলে অজিতকে। সারাদিন অফিস তার ওপর বাড়তি টিউশনী করে মিনতি বাড়ি ফিরে দেখল ঘর-ভর্তি ছড়িয়ে আছে অজিতের-পাওয়া কাপ-মেডেলগুলো। এরই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অজিত। পরনে তার সেই রক্তাক্ত টিউনিক। বহুদিন বাদে মাথায় উঠেছে আবার হেড-গিয়ারটা। মহানন্দে হাততালি দিয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করছে বাবু।

এই দৃশ্য দেখে মুহূর্তমধ্যেই মিনতির মাথায় রক্ত চড়ে যায়। অজিতের সেই পুরনো অভিশাপের দিনটি সে ভুলতে চায়। চিরকালের মত সমস্ত ঘটনাগুলো অন্ধকারে রেখে দিতে চায় বাবুর কাছে।

কিন্তু সমস্ত বিষয় জানাজানি হয়ে গেছে দেখে মিনতি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। চরম অপমান করে অজিতকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলে।

দেহ-মনে ভগ্ন অজিতের প্রাণে আঘাত লাগে প্রচণ্ড। আত্মঘাতী হবার জন্যই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে রেল-লাইনে। কিন্তু মরা তার হয় না!!

• মোটর সাইকেল রেসে অংশগ্রহণ করেছেন •

তারাপদ সাহা, কানাইলাল রায়, গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ, প্রভাত চন্দ্র দাস, শেখর কুমার সাহা, শ্যামদাস সাহা, বিশ্বনাথ দাস, স্বপনকুমার সাহা, রমেন্দ্র কুমার মুখার্জি, রাজকুমার বসাক, জয়কুমার বসাক, লাভকুমার বসাক, সুজিত শেঠ, শম্ভু কর, খোকন কর্মকার, শম্ভু বসু ও বলাই বাবু।

সংগীত

(এক)

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে॥
ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার,
পার আছে কোন্ দেশে॥
আজ ভাবি মনে মনে, মরীচিকা অন্বেষণে
বুঝি তৃষার শেষ নেই। মনে ভয় লাগে সেই—
হাল ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে॥

কথা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠ : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

(দুই)

এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে॥
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে বাঁশিতে তান দাও হে পুরে,
যে তান দিয়ে অবাক্ কর গ্রহশশীরে॥
যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন মরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্য রাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি—
একলা বসে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে॥

কথা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠ : মৃণাল চক্রবর্ত্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সাউদার্ন নার্সিং হোম, ডাঃ এস্. পি. ঘোষ, সুভাষ চৌধুরী, নিরুপমা কর, ও. সি. গাঙ্গুলী, দিলীপ সেন (টিউলিপ), তৃপ্তি গুহ মজুমদার, কাশীনাথ আগারওয়াল, মিসেস গুহ, সাউথ পয়েন্ট স্কুল, দেব সরকার, অশোক সরকার, ডাঃ এস পাল (শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল) প্রাণেশ গুপ্ত (পি. জি. রেডিওটার্স), ক্যাপটেন নৃপেন দাস, অনিল চক্রবর্ত্তী, মাহেন্দ্র কুমার সন্ধ্যা মজুমদার, জাগরী এ. সিং, দিলীপ ব্যানার্জি, রাধা ফিল্ম ষ্টুডিও, দীপক দাস, অমিয় চক্রবর্ত্তি ও পানামা সার্কাসের কুশলীগণ।

সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দোপাধ্যায় ০ মুদ্রণ : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলি:-১৩

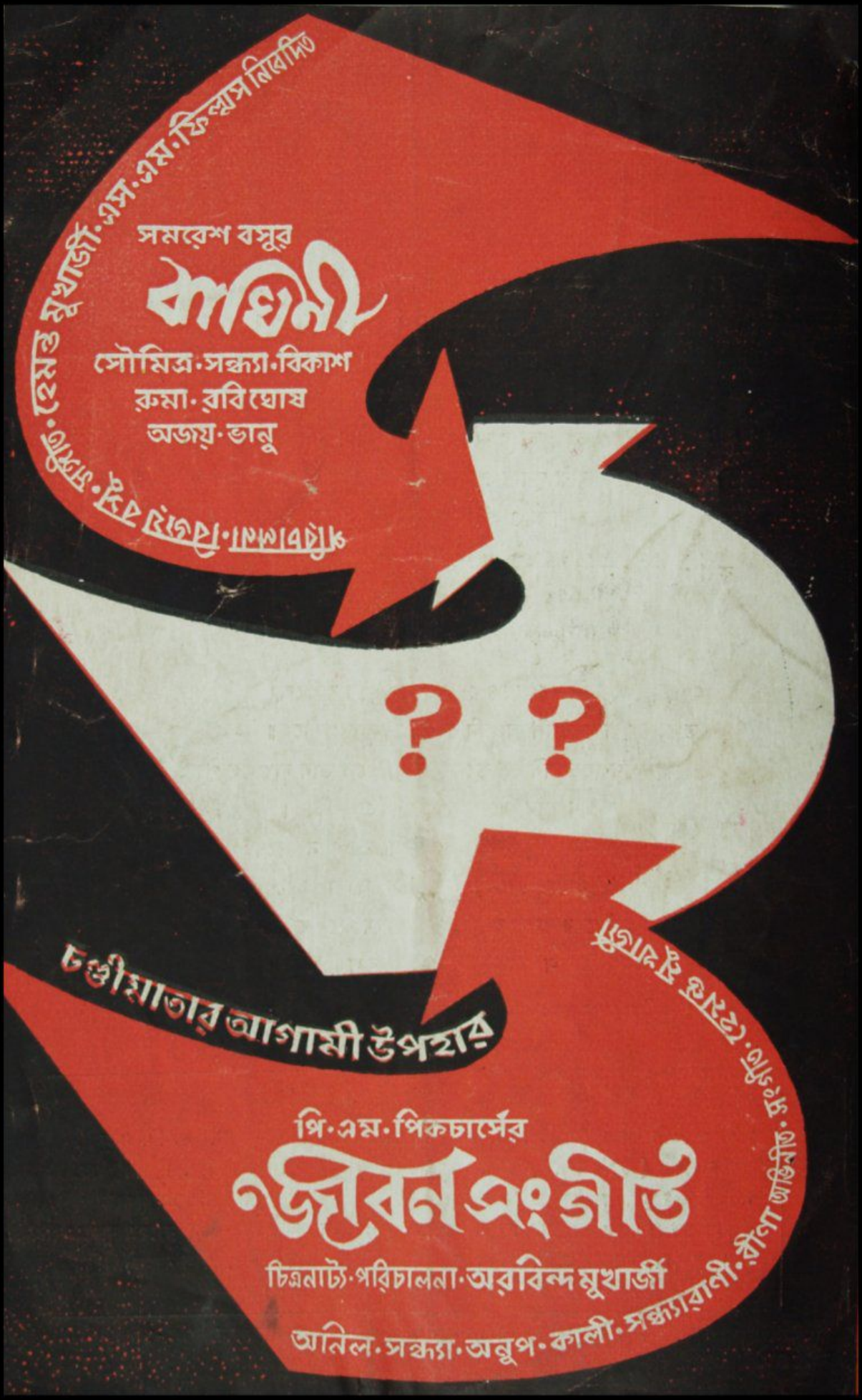

হেমন্ত মুখার্জী·এস·এম·ফিল্মস নিবেদিত
সমরেশ বসুর
কাহিনী
সৌমিত্র·সন্ধ্যা·বিকাশ
রুমা·রবি ঘোষ
অজয়·ভানু
? ?
চণ্ডীমাতার আগামী উপহার
পি·এম·পিকচার্সের
জীবনসংগীত
চিত্রনাট্য·পরিচালনা·অরবিন্দ মুখার্জী
অনিল·সন্ধ্যা·অনুপ·কালী·সন্ধ্যারাণী·বীণা অতিথি